মোঃ মাকরুজ্জামান
উপসচিব
বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
ওয়েবসাইটঃ www.mpa.gov.bd

"সংবাদ বিজ্ঞপ্তি"

"সরকারের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করার জন্য মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্প বন্ধ করার পাঁয়তারা করছে একটি মহল"

১। মোংলা বন্দর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও বিশ্বের অন্যতম প্রধান ন্যাচারাল প্রটেক্টেড সমুদ্র বন্দর। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর হলেও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ বন্দরের ভূমিকা অপরিসীম এবং অপার সম্ভাবনার কেন্দ্রস্থল। এ বন্দরের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত বন্দর একটি লোকসানি বন্দর হিসাবে পরিচিত পায়। তখন এ বন্দরকে মৃতপ্রায় বা ডেডহর্স হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা মোংলা বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করেন এবং বন্দর উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মোংলা বন্দরের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলশ্রুতিতে মোংলা বন্দর লোকসানি বন্দরের নাম মুছে দিয়ে আজ একটি অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় বন্দর হিসাবে সুপরিচিত।

২। বঙ্গোপসাগর হতে প্রায় ১৩১ কিঃমিঃ উজানে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা বন্দর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর হতে চ্যানেলের প্রবেশ মুখ যা আউটার বার নামে এবং হারবাড়িয়া হতে বন্দর জেটি পর্যন্ত যা ইনার বার নামে পরিচিত। আউটার বার সম্প্রতি ড্রেজিং করায় মোংলা বন্দরের হারবাড়িয়া এ্যাংকোরেজ এলাকা পর্যন্ত ৯.৫-১০ মি. ড্রাফটের জাহাজ আসতে পারছে। হারবাড়িয়া এ্যাংকোরেজ হতে বন্দর জেটি পর্যন্ত ২৩.৪ কিঃমিঃ নদীতে নাব্যতা ৫-৬ মিটার। ইনার বারে ৮.৫০ মিটার সিডি (চার্ট ডেটাম) গভীরতায় ড্রেজিং করা হলে মোংলা বন্দরের জেটিতে স্বাভাবিক জোয়ারের সহায়তায় ৯.৫০-১০ মিটারের অধিক ড্রাফটের জাহাজ নির্বিঘ্নে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরেও সর্বোচ্চ ৯.৫০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হচ্ছে। সে বিবেচনায় পশুর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং করা হলে মোংলা বন্দরকে চট্টগ্রাম বন্দরের সমান সক্ষমতার একটি কার্যকর বিকল্প বন্দরে পরিণত করা সম্ভব।

৩। প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার পূর্বে ২০১৮ সালে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার সময় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও জমির মালিকদের সাথে আলোচনা করে ড্রেজিং মাটি ফেলার জন্য জমি নির্ধারণ করা হয়। খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা মোতাবেক ড্রেজিং মাটি পলি মিশ্রিত যা ফসলের জন্য খুবই উপকারী। নির্ধারিত জমিসমূহের অধিকাংশ নীচু জমি হওয়ায় বিভিন্ন সময় জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়ে এলাকার জনসাধারণের ক্ষতিসাধন করে। ড্রেজিং মাটি দ্বারা জমি ভরাট করা হলে উক্ত জমি পানিতে প্লাবিত হবে না, নদী ভাংগনের আশংকা মুক্ত হবে এবং জমির মূল্যমান বৃদ্ধি পাবে। যাহা উক্ত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। উল্লেখিত জমিকে একটি মহল ৩ ফসলি জমি বলে আন্দোলনের নামে সরকারের উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্থ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ৩০০ একর জমির মধ্যে ১৮৫ একর জমি দুই ফসলী এবং ১১৫ একর জমি এক ফসলি। সেখানে তিন ফসলী কোন জমি নেই।। জমি চিহ্নিতকরণ ও হুকুম দখলের ক্ষেত্রে খুলনা জেলা প্রশাসক বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এরপরে মোংলা বন্দরের সম্মেলন কক্ষে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে মোংলা ও দাকোপ উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা হয়। কয়েকদফা সংশোধনপূর্বক চুড়ান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। খুলনা জেলা প্রশাসক ও হুকুম দখল কর্মকর্তা এবং দাকোপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী (ভূমি) সরজমিনে সাইট পরিদর্শন করে সম্ভাব্যতা যাচাই করে হুকুমদখলের সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে ভুমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় ও জমির ক্ষতিপূরণ বুঝে নিয়ে ০২ বছরের জন্য মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে জমি বুঝে দেয়া হয়।

৪। প্রস্তাবিত জমিসমূহ ২ বছরের জন্য ড্রেজিং মাটি ফেলতে ব্যবহৃত হবে। জমির ব্যবহার শেষে জমির মূল মালিকগণ তাদের মালিকানা ফেরত পাবেন। পশুর নদী সুন্দরবন বেষ্টিত হওয়ায় এবং সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হওয়ায় ড্রেজিং মাটি কোন অবস্থাতেই সুন্দরবনের মধ্যে ফেলা যাবে না। অনিবার্য কারণে ড্রেজিংয়ের মাটি পশুর নদীর তীরবর্তী জমিতে ফেলতে হচ্ছে। নদীর মাটি পলিমিশ্রিত হওয়ায় সেখানে ফসলের উৎপাদশীলতা আরও বাড়বে। এ জমিতে কোনো বসতি না থাকায় কোনো পরিবার বাস্তুহারা হওয়ার আশঙ্কা নেই। উল্লেখ্য মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলে ড্রেজিং করে নদের তীরবর্তী স্থানে পলিমাটি মিশ্রিত বালি ফেলার কারণে সেখানে তরমুজসহ অন্যান্য বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। পশুর নদে ড্রেজিংয়ের কাজ বন্ধ হলে দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হবে। এ কারণে প্রকল্পের কাজ চলমান রাখা জরুরী। পশুর নদের পশ্চিম তীরে বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে তা বাণিজ্যিক শ্রেণির জমি হিসেবে ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ড্রেজিং কাজ বন্ধ হলে মোংলা বন্দর তথা দক্ষিনাঞ্চলসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ববহ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এর ফলে দক্ষিনাঞ্চল তথা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হবে। তাই প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ চলমান রাখা অতীব জরুরী। এছাড়া রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জালানী কয়লা আমদানীতেও এই ড্রেজিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫। মোংলা বন্দরসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগের মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু চালু হয়েছে, খুলনা-মোংলা পর্যন্ত রেললাইন খুব দ্রুতই চালু হতে যাচ্ছে, খানজাহাজন আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সন্নিকটে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বন্দর এলাকায় ভারত-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ইপিজেড সম্প্রসারণসহ নানা প্রকল্প প্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মোংলা বন্দরের সম্ভাব্য বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা ও বন্দর এলাকায় ১০ মিটারের অধিক ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য পশুর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং এর গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পটি ২৮/০১/২০২০ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৭৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৬.০৯ ল.ঘ.মি. ড্রেজিং করা হবে। ড্রেজিং কাজটি সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের জেটিতে ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

মোংলা বন্দরের গতিশীলতা আরো বাড়লে এই অঞ্চলের বিশেষ করে বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলের মানুষের বহুবিধ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে আরো উন্নতি সাধিত হবে। গত ২৫ জুন, ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা থেকে মোংলা বন্দরের দূরত্ব হয়েছে ১৭০ কি. মি. সেখানে ঢাকা থেকে চট্রগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ২৬০ কি. মি.। মোংলা বন্দরে জাহাজ হ্যান্ডলিং দ্রুত ও নিরাপদে হয় এবং ঢাকার সাথে দূরত্ব কমে যাওয়ায় সময় ও অর্থ দুয়েরই সাশ্রয় হওয়ায় ব্যবসায়িরা মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানিতে আগ্রহী হয়েছে একই সাথে বেরেছে বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাহাজ আগমন হয়েছে ৮৯৬ টি। দেশের মোট আমদানীকৃত গাড়ীর ৬০ ভাগ গাড়ি মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানী হয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রামপাল পাওয়ার প্লান্ট, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু রেল সেতু, রূপসা রেলওয়ে ব্রিজসহ দেশের বৃহৎ মেগা প্রকল্পের মালামাল আমদানি হচ্ছে মোংলা বন্দর দিয়ে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মোংলা বন্দর এখন বিশ্বমানের বন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বেড়েছে কয়েক গুন। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকার গার্মেন্টস পন্যসহ অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীদের মোংলা বন্দর ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। এর সুফল হিসাবে মোংলা বন্দর জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মোংলা বন্দর তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে পশুর চ্যানেলের ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নে বন্দর কর্তৃপক্ষ সকলের সহযোগীতা কামনা করে।

উপসচিব